ভাষা সৈনিক হামিদুজ্জামান ঃ বাবার কথা

সাগর জামান

ভাষা আন্দোলন আমাদের গৌরবের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। আমাদের চেতনার আগুনে দীপ্ত প্রেক্ষাপট। সাতচল্লিশে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকে বাঙালী জাতির প্রধান পরিচয়বাহী বাংলা ভাষাকে হরনের ষড়যন্ত্র চলেছে বিভিন্ন সময়। আটচল্লিশে প্রথম নিজস্ব সংস্কৃতি লালন প্রবন বাঙালী জাতিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বাংলা ভাষার ওপর আঘাত চালানো হয়। এরপর বায়ান্ন, চুয়ান্ন এবং ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত এই চেষ্টা অব্যাহত থাকে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলি বর্ষনের পর ঢাকার ছাত্র আন্দোলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ঢাকাসহ দেশের জেলা শহর, মহাকুমা ও প্রত্যন্ত মফস্বলের ছাত্ররা ভাষা আন্দোলনে লড়াকু ভূমিকা পালন করেন। তেমনি একজন ভাষা সৈনিক মাগুরার এ.কে.এম হামিদুজ্জান (এহিয়া)। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে তিনি ১৯৫৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী বেলুচ আর্মড ফোর্সের হাতে গ্রেফতার হন। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইকবাল হল থেকে আসা একদল ছাত্রদের সাথে থেকে মাগুরার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরার কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে সহপাঠীদের নিযে নাকোল রাইচরন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাগুরা মডেল হাইস্কুল মাগুরা ইসলামিক কলেজ ছাত্রদের সাথে মাতৃভাষা রক্ষার্থে মিছিল সভা সমাবেশ, প্রচারপত্র বিতরনের কাজ করেন বলিষ্ঠভাবে। কেন্দ্রিয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ছিল তার নিয়মিত যোগাযোগ। ভাষা আন্দোলনকে গতিময় করতে তিনি সহযোদ্ধাদের সাথে ছুটে বেরিয়েছেন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। দেয়াল লিখন, মিছিল পরিচালনা, লিফলেট ছাপিয়ে প্রত্যন্ত মফস্বলের বিভিন্ন স্থানে হামিদুজ্জামান এহিয়া ছড়িয়ে দিয়েছেন । পুলিশি বাধা বিপত্তি, নিপীড়ন অতিক্রম করে তিনি ছাত্রদের সংগঠিত করেছেন। তার নেতৃত্বে স্কুলের গন্ডি না পেরুনো ছাত্ররা বিক্ষোভ করেছে। তিনি জেল থেকে ফিরে পুনরায় ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

ভাষা সৈনিক হামিদুজ্জামান এহিয়া ১৯৩৮ সালের ১৪ জুলাই মাগুরা জেলার নাকোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাগুরা মডেল হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও মাগুরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পাশ করেন। চাকরী জীবনের প্রথম ভাগে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তার চাকরী সুনামের সাথে করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক ও সাবেক মন্ত্রী সোহরাব হোসেনের শ্যালক হওয়ার সত্ত্বেও তিনি কখনো লোভনীয় পদোন্নতির সুয়োগ গ্রহন করেননি। বরং তিনি অনেক মানুষের চাকরি দিয়েছেন। হামিদুজ্জামান এহিয়া চাকরির পাশাপাশি সমাজ সেবামুলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নাকোল সম্মিলনী ডিগ্রী কলেজ। নাকোল রাইচরন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন তিনি। মানুষের কল্যাণে তিনি নিরন্তর নিবেদিত থেকেছেন। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ। দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য তার হাত সব সময় প্রসারিত থেকেছে। এতিম দুস্থ ছাত্রদের তিনি লেখাপড়ার সুয়োগ করে দিয়েছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান এনে দিয়েছেন। তার আহবানে সমাজকর্মীরা এগিয়ে এসছে। নিজের পরিবারের প্রতিও তিনি সমান মনোযোগি ছিলেন।

ভাষা সৈনিক হামিদুজ্জামান এহিয়া আমার বাবা। আমি তার কনিষ্ঠ পুত্র। আমরা সাত ভাই বোন। বাবা এবং আমার মহিয়সী মা বেগম মাহমুদা মির্জার শাসন, ভালবাসায় আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। দেশে এবং দেশের বাইরে আমরা শিক্ষায়,গবেষনায় সাহিত্যে নানা মুখি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছি। এ সবকিছু সম্ভব হয়েছে আমাদের বাবা-মার কারণে। বাবার স্মৃতি আমাদের অপার প্রেরণা। তার আদর্শ আমাদের শক্তির উৎস। বাবা অসুস্থ ছিলেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত বাবাকে আমি কখনো ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি। বাবা শৈশব থেকে একটি অনুকরণীয় জীবন গড়ে তুলেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সময় জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক আকস্মিক সফরে যশোর এসে বাবার ছাত্র নেতৃত্বের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে বাবাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

২০০৬ এর ১৯ আগষ্ট বাবার মৃত্যু হয়। বাবার আদর্শিক চেতনা আমরা ভেতরে ধারণ করে এগিয়ে যেতে চাই। জানি না বাবার দেখানো পথে কতটুকু অগ্রসর হতে পারবো।

সাগর জামান ঃ কবি, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক।